দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 OCT 1997
পৃষ্ঠা 1 কলাম

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার সমস্যা—২

সরকারী কলেজে ২৪০টি গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য

॥ আবদুল মান্নান ॥

সরকারী ১৮২টি এবং বেসরকারী ৫৩৯টি কলেজের গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয় পাঠ্য-পুস্তক, পাঠকক্ষ, গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য কর্মচারী না থাকার কারণে দেশের সাড়ে ৬ লাখ কলেজের ছাত্র-ছাত্রী গ্রন্থাগার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এক তথ্য মতে, ১৮২টি সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারের মধ্যে ১৫২টিতে কোন গ্রন্থাগারিক বা সহকারী গ্রন্থাগারিক নেই এবং বেসরকারী কলেজে নামমাত্র একজন করে কেরানীর সাহায্যে গ্রন্থাগার চালানোর ফলে গ্রন্থাগারগুলোর উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। ওদিকে

২-এর পৃঃ দেখুন

032

গ্রন্থাগার সমস্যা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্র-শিক্ষকরা গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় সেবা পাচ্ছেন না। ১৯৮৪ সালের 'এনাম কমিশন রিপোর্ট' অনুযায়ী প্রতিটি সরকারী কলেজে গ্রন্থাগারিকের ২টি গেজেটেড পদ (১টি প্রথম শ্রেণী ও ১টি দ্বিতীয় শ্রেণীর) সৃষ্টি করা হয়। ক্যাটালগারের পদটি বিলুপ্ত করা হয়।

এ হিসেবে বর্তমানে ১২০টি কলেজের গ্রন্থাগারে ২৪০টি গেজেটেড পদ শূন্য রয়েছে। সংশিলষ্টচবট মন্ত্রণালয় থেকে রিক্রুমেন্ট রুল না দেয়ায় বর্তমানে ঐ পদগুলোতে নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে বলে একটি সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র মতে, একই সাথে ২টি সরকারী মাদ্রাসা, ২১৬টি সরকারী মাধ্যমিক স্কুলসহ ১৪ হাজার ৩৬৫টি স্কুল ও মাদ্রাসায় কোন লাইব্রেরী নেই। গুটিকতক স্কুলে নাম মাত্র গ্রন্থাগার থাকলেও সেই গ্রন্থাগারগুলোতে প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক, পরিবেশ, পাঠকক্ষ, সংরক্ষণাগার, গ্রন্থাগারিক না থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কারিগরি কলেজ ও মেডিকেল কলেজ গ্রন্থাগারগুলোতেও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার মারাত্মক অভাব। এনাম কমিশন রিপোর্টে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোতে গ্রন্থাগারিকের কোন পদ রাখা হয়নি। ফলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একজন করে সহকারী শিক্ষককে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও একই সাথে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতে হয়। অন্যদিকে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী মাসে একবারও খোলা হয় না এবং ছাত্রদেরকে বই প্রদান করা হয় না।

দেশের অধিকাংশ হাই ও জুনিয়র মাদ্রাসায় গ্রন্থাগার নেই। পাঠ্য-পুস্তকের অভাবে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভোগান্তির শেষ নেই।

সরকারী কলেজ গ্রন্থাগারগুলোতে কিছু কিছু পাঠ্য-পুস্তক থাকলেও বেসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারগুলোতে বাংলা ভাষায় পাঠ্য-পুস্তকের চরম সংকট। নাসিরাবাদ কলেজ ও শ্রীবর্দী কলেজের গ্রন্থাগারে তেমন কোন বই-পুস্তক নেই।

বেশ কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী কলেজে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যে, গ্রন্থাগারগুলোতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও দেশী-বিদেশী অন্যান্য জার্নাল রাখার কোন ব্যবস্থা নেই।

প্রতিটি সরকারী কলেজ গ্রন্থাগারকে বই কেনার জন্য সরকার থেকে বছরে ৫ হাজার টাকা দেয়া হলেও বেসরকারী কলেজগুলোকে কোনরকম অনুদান দেয়া হয় না। এছাড়াও বিনিময় ব্যবস্থা না থাকার কারণে দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুসজ্জিত গ্রন্থাগার থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বই পায় না। সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরনের কোন কলেজেই গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা ভবন নেই। কলেজের মূল ভবনের সাথে পাঠাগার সংযুক্ত হওয়ায় লেখাপাড়া বিঘ্নিত হয়। দেশে একমাত্র মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজ গ্রন্থাগারের জন্যই একটি